দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলম ১

26

বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং পরীক্ষার্থীর সমস্যা

বিদ্যুৎ বিভ্রাট আদৌ হবে না একথা কেউ বিশ্বাস করে না। আর এটা স্বাভাবিকও নয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাট হবে একথা মেনেই মোটামুটি সবাই বিদ্যুৎ সংযোগ নেয়। এবং বিদ্যুৎ সংযোগ আছে আজকাল দেশের অনেক গ্রামে-গঞ্জে, হাটে বাজারে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট সাধারণ নাগরিকের কাছে খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। তবে চিন্তার বিষয় হচ্ছে অর্থের অপচয়। কারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলেও বিদ্যুৎ বিলে টাকার অংক কমে না। আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ বন্ধ হলে বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়। এই বাল্বের দামও এখন আর কম নয়।

তবে এ মুহূর্তের সমস্যা বিদ্যুতের বিল বা বাল্বের দাম নয়। যদিও সমস্যাটা বিদ্যুৎ সরবরাহের সঙ্গেই যুক্ত। সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন বোর্ডের আসন্ন এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা। এবং এই সময়টুকুর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ।

উল্লেখ্য যে এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি এবং ঢাকা রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। আর এ সময়ই খবর আসছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিকই আছে। কিন্তু ভোল্টেজ এত কম যে হেরিকেন জ্বালিয়ে ছেলেদের লেখাপড়া করতে হয়। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকা প্রতিদিনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। একই ধরনের ঘটনা ঘটছে নোয়াখালী এবং চাপাইনবাবগঞ্জে। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার পাইকড়া ইউনিয়নে বিদ্যুৎ বন্ধ আছে ৪ মাস ধরে। তবে সব খবরকে টেক্কা দিয়েছে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার খবর। ভেড়ামারায় দৈনিক ১০ থেকে ১৫ বার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। লোডশেডিং চলে ঘন্টার পর ঘন্টা। অথচ ভেড়ামারায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র আছে।

তবুও এখন এ নিয়ে আমাদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে। আমরা চাই পরীক্ষার পূর্বে এবং পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যেন বিদ্যুৎ বিভ্রাট না হয়। আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে অন্তত এ কটা দিন যেন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত থাকে। এই পরীক্ষার সময়টুকুতে যেন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শিকার না হয়। আমাদের প্রার্থনা তেমন বেশী কিছু নয়। তাই আশা করব বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।